দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ১৭/১০/২০২১ (পৃ: ০১.১৫)

দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি আবাদি করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০' অবমুক্ত

■ বিশেষ প্রতিনিধি

দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি আবাদি করার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চয়তা এবং শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সরকারের লক্ষ্য। এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে। কারণ অনেক দেশেই এখন খাদ্যের অভাব। দেশের মাটি আছে, মানুষ আছে। আমরা যেন খাদ্য অভাবে না ভুগি।

রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস-২০২১' উপলক্ষ্যে গতকাল শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত 'হান্ড্রেড ইয়ার্স অব অ্যাগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

তিনি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০' অবমুক্ত করেন এবং 'বঙ্গবন্ধু ধান ১০০' দিয়ে নির্মিত জাতির পিতার একটি প্রতিকৃতিও উন্মোচন করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে আর যেন কোনো দুর্ভিক্ষ না হতে পারে এবং কেউ যেন চক্রান্ত করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। আমরা খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য চাহিদা পূরণ করে যাব। হতদরিদ্রদের বিনা মূল্যে খাদ্য দিয়ে তাদের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করব।

নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, খাদ্যে অপচয় কমাতে হবে। সারা বিশ্বের এক দিকে কিন্তু প্রচুর খাদ্যের অভাব পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

দেশের প্রতিটি ইঞ্চি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আবার অন্য দিকে প্রচুর খাদ্য অপচয় হয়। সেজন্য অতিরিক্ত যে খাদ্য থাকে তা পুনঃব্যবহার করা যায় কীভাবে, সেই বিষয়টি আমাদের চিন্তা করতে হবে।

এ সময় কৃষিতে গুরুত্ব দেওয়া এবং কৃষির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন, একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র। গোলায় কোনো খাদ্যশস্য নেই। একটি ধ্বংস অর্থনীতি। সেই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে তিনি দেশকে গড়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বাংলাদেশের এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা যাবে না বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। কৃষিতে তিনি সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখেন।

খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশে উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয়, শাকসবজি উৎপাদনে তৃতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ, আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে তৃতীয় এবং ইলিশ উৎপাদনে প্রথম।

এ সময় কৃষি গবেষক ও কৃষকের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চালের উৎপাদন প্রবৃদ্ধি ১৭ ভাগ, গমের ২১ ভাগ, ভুট্টা ৬৪০ ভাগ, আলু ৯৬ ভাগ, ডালে ৪৪৩ ভাগ, তৈলবীজে ৭৫ ভাগ, সবজির ক্ষেত্রে ৫৩৪ ভাগ এবং পিয়াজের ক্ষেত্রে ২৪৮ ভাগ।

কৃষি যাতে পিছিয়ে না থাকে সেই জন্য সরকার সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধে তার সরকারের নেওয়া কঠোর পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

এ সময় তিনি বলেন, বিএনপি আমলে ১৮ কৃষককে হত্যা করেছিল। বিদ্যুতের জন্য যখন আন্দোলন হয়েছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে গুলি করে আট জন মানুষকে হত্যা করেছিল। এভাবে উন্নয়ন যাত্রাকে তারা বারবার ব্যাহত করতে চেয়েছিল। এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয়।

খাবারের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি দরকার এ জন্য সরকার সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। সঙ্গে মাংস, ডিম এগুলো উৎপাদন বাড়ছে।

খাবারে বাংলাদেশে কোনো অভাব থাকবে না মন্তব্য করে তিনি গবেষণা বাড়ানোর ওপর জোর দেন, যাতে পণ্য উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বাড়ে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০১ সালে গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দেইনি বলে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। দেশ বিক্রি করে তো আমি ক্ষমতায় আসব না, এটাই বাস্তব। বৃহৎ দুটি দেশ আর প্রতিবেশী দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারিনি।

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এবং খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেসবাহুল ইসলাম অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ১৭/১০/২০২১ (পৃ: ০১,০২)

ভাল পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনে প্রচেষ্টা চলছে ॥ কৃষিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ বর্তমান সরকার সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তা দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এজন্য ফসলের ভাল উৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে উত্তম *(২ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)*

ভাল পদ্ধতিতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কৃষি চর্চা মেনে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি মেনে ফসল উৎপাদিত হলে খাবারের পুষ্টিমান যেমন অক্ষুণ্ন থাকবে তেমনি পরিবেশেরও ক্ষতি হবে না।

শনিবার বিকেলে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২১ উপলক্ষে ভাল উৎপাদনে ভাল পুষ্টি, আর ভাল পরিবেশেই উন্নত জীবন শীর্ষক কারিগরি সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরও বলেন, দেশে পুষ্টিকর খাবারের অভাব নেই। কিন্তু সমস্যা হলো বেশিরভাগ মানুষ তা কিনতে পারে না। কারণ, মানুষের আয় সীমিত। সেজন্য মানুষের আয় বাড়াতে হবে। আর এটি করতে হলে কৃষিকে লাভজনক ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষিজীবী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানকে উন্নত করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কৃষিপণ্য রফতানি বৃদ্ধি ও উচ্চমূল্যের অর্থকরী ফসল উৎপাদনে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যদিয়ে শনিবার দিনভর বিশ্ব খাদ্য দিবসের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এর আগে সকালে বিশ্ব খাদ্য দিবসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রকাশিত 'হানড্রেট ইয়ার্স অব এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ অবমুক্ত করেন। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ দিয়ে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি উন্মোচন করেন।